কিছু দেখানোর নেই , বিক্রিরও নেই কিছুই

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

বিরুদ্ধ রাজজনৈতিক পরিস্থিতিতে লড়াই করার ইচ্ছে যে একেবারেই মরে গেছে তা প্রকাশের পর এখন দুই প্রথমসারির ইউপিএ নেতার বক্তব্যেও তা ফুটে উঠল। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সভায় যোগ দিতে পি চিদাম্বরম এখন দাভোসে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের নেতৃত্বদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি যে ভারতীয় অর্থনীতির হালহকিকৎ তুলে ধরবেন এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি বিজেপি ও মোদী নিয়ে বলাকেই গুরুত্ব দিলেন। জাতীয় অর্থনীতিকে দিশা দেখানোর ক্ষমতা বিজেপির আছে কিনা তাই নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। যদিও ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতি পরিচালনা সমপর্কে শ্রোতাদের স্মৃতি এখনও টাটকা। সেই সময়কাল সমপর্কে বিশেষ কোনও সমালোচনার উল্লেখ ছিলনা। কাকতালীয়ভাবে দাভোসে যেদিন তিনি বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে বলতে উঠলেন সেদিনই ভারত সমপর্কে রিপোর্ট প্রকাশ করলেন মুডি। তাতে মিডিয়ায় সর্বাধিক যেটা গুরুত্ব পেল তা হল নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক পালাবদলের জন্য অপেক্ষা করছে ভারতের শিল্পমহল।

কপিল সিব্বাল তাঁর পরিচিত ঢঙেই বিরোধীদের সমপর্কে বলতে শুরু করলেন। তিনি তাঁর ব্লগে নরেন্দ্র মোদীকে সেলসম্যান ও কেজরিওয়ালকে শোম্যান হিসেবে তুলে ধরলেন। তিনি এবং অর্থমন্ত্রী এ ব্যাপারটা দেখেও দেখলেননা যে মধ্যপ্রদেশ,ছত্তিশগড়, রাজস্থান, গুজরাট ও গোয়ায় শুধু যে উন্নত প্রশাসন চলছে তাই নয়, একই সঙ্গে এদের জিডিপি গ্রোথও জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি। উল্লেখ্য এদের মধ্যে তিনটি রাজ্যই একসময় রুগ্ন শ্রেণিভুক্ত ছিল। মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটের মত রাজ্যে কৃষির অগ্রগতি সেখানকার মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে।

কিন্তু কপিল সিব্বাল কথিত "সেলসম্যান"অন্য। কেন বিএস ইয়েদুরিয়াপ্পার বিজেপিতে যোগ দেওয়া নিয়ে মোদী নীরব ? প্রশ্ন তুলেছেন কপিল সিব্বাল। এপরেই বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর বিরূদ্ধে অপ্রমাণিত কিছু অভিযোগ সামনে তুলে এনেছেন তিনি।

যেই মুহূর্তে বিএস ইয়েদুরিয়াপ্পার বিরূদ্ধে চার্জশিট পেশ হয় তখনই দল থেকে তাঁকে পদত্যাগ করতে বলা হয়। কর্ণাটক ইউনিট এই নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় এবং রাজ্য সরকারকেও তার মাসুল গুনতে হয়। আজ তিনি নিঃশর্তে দলে যোগ দিয়েছেন। তাঁর বিরূদ্ধে ওঠা কিছু অভিযোগ হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। বাকিগুলির ক্ষেত্রেও ট্রায়াল বন্ধ। দল তাকে কোনও পদ নেওয়ার অনুরোধ করেনি। নিঃশর্তেই তিনি বিজেপির হয়ে কাজ করার কথা বলেছেন।

এর বিপরীতে কপিল সিব্বালের নিজের দল কি করছে। সাজাপ্রাপ্ত লালু প্রসাদ যাদবের সঙ্গে জোটের ভাবনা ভাবছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক চ্যবন কে সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছে অনুদান মঞ্জুরি

প্রত্যাখানের জন্য গভর্নরের শাস্তি থেকে। টুজি স্পেকট্রাম ও কয়লার ব্লকবন্টন নিয়ে এ যাবৎকালের সবথেকে বড় দুর্নীতিতে জড়িয়ে তাঁর দল।কয়লা উত্তোলন ব্যহত হওয়ার মাসুল গুনছে দেশের বিদ্যুত ক্ষেত্র। তাঁর পার্টি নেতৃত্ব হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।আমি নিশ্চিত যে, তাঁর পার্টির নেতাদের ছেলে ও জামাইদের বাণিজ্যিক লেনদেন সমপর্কেও তিনি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। তাঁর দল এমন একটা সরকার উপহার দিয়েছে যে সরকারের দুর্নীতি ঐতিহাসিক। ভারতীয় অর্থনীতিতে বিনিযোগকারীরা উৎসাহ হারিয়েছে। দুর্নীতি ও মুদ্রাস্ফীতির কারণে সামপ্রতিক নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে তাঁর দলের। তাঁর পার্টি ও সরকার উভয়ের নেতৃত্বই উৎসাহ যোগাতে ব্যর্থ। তাঁর অর্থমন্ত্রী একথা কবুলই করে দিয়েছেন যে পিছিয়ে থেকেই নির্বাচনে অংশ নেবে তাঁর দল। ভারতে সংসদ নির্বাচনের ইতিহাসে এবারই বোধহয় সবথেকে খারাপ ফল করবে কংগ্রেস।

বিরোধীদের সেলসম্যান ও শোম্যান বলে নিন্দা করা এখন বন্ধ করা উচিৎ তাদের। আসলে দেশের ভোটারদের কাছে কিছুই দেখানোর নেই বা বিক্রি করার নেই কংগ্রেসের।